২৭-১১-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টির বাচ্চারা - তোমাদের অবশ্যই বাবার সমান মুরলীধর হতে হবে, মুরলীধর বাচ্চারাই বাবার সাহায্যকারী হয়, বাবা তাদের উপরই খুশী হন"

প্রশ্ন :-- কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধি খুবই নির্মাণ হয়ে যায় ?

উত্তর :-- যারা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে প্রকৃত লোক হিতৈষী হয়, খুব হুঁশিয়ার সেলসম্যান হয়ে যায়, তাদের বুদ্ধি খুবই নির্মাণ হয়ে যায় । সার্ভিস করতে করতে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যায় । দান করাতে কখনোই কোনো অভিমান আসা উচিত নয় । সবসময় যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, শিববাবার দেওয়া দানই আমরা দিচ্ছি । শিববাবাকে স্মরণে থাকলে কল্যাণ হয়ে যাবে ।

গীত :--- তুমিই মাতা, পিতা ও তুমিই.....

ওম্ শান্তি । কেবল মাতা -- পিতার গান শোনালেই নাম সিদ্ধ হয় না । প্রথমে শিবায় নমঃ গীত শুনে তারপর মাতা - পিতার গান শোনালে জ্ঞানের কথা জানা যায় । মানুষ তো মন্দিরে যায়, লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে, কৃষ্ণের মন্দিরে যাবে, সবার সামনেই তোমরা অর্থ না জেনেই মাতা - পিতা বলে দাও । প্রথমে শিবায় নমঃ গান শুনিয়ে তারপর মাতা - পিতার গান শোনালে মহিমা বোঝা যায় । নতুন কারোর জন্য এই গান ভালো । বোঝাতে সহজ হয় । বাবার নামই হলো শিব, তোমরা এমন তো বলবে না যে, শিব সর্বব্যাপী । তাহলে তো সকলের মহিমাই এক হয়ে যাবে । তাঁর নামই হলো শিব । দ্বিতীয় আর কেউই নিজের উপর শিবায় নমঃ নাম রাখতে পারে না । তাঁর মতি এবং গতি সকল মানুষের থেকেই পৃথক । দেবতাদের থেকেও পৃথক । এই জ্ঞান শেখান একমাত্র মাতা - পিতাই । সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো মাতা নেই, তাই তাঁরা রাজযোগ শেখাতে পারেন না । শিবায় নমঃ তো যে কোনো কাউকে বলা যাবে না । দেহধারীদের শিবায় নমঃ থোড়াই বলবে । এ কথা বোঝানোর আছে । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও কিন্তু নম্বর অনুসারে আছে । কতো ভালো - ভালো বাচ্চাও পয়েন্টস মিস্ করে দেয় । নিজেদের তো অনেকেই অতি চালাক মনে করে । এতে হৃদয়ের স্বচ্ছতার প্রয়োজন । প্রতি বিষয়েই সত্যকথা বলা, সত্য স্বরূপ হয়ে থাকতে হবে - এতে সময় লাগে । দেহ - ভাবে এলে তখন পরিবার আদি সব বিষয় চলে আসে । এখন এমন কথা কেউই বলতে পারবে না যে আমি দেহী - অভিমানী, তাহলে তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে । এ সবই হবে নম্বর অনুসারে । কেউ কেউ তো খুবই কুপুত্র হয় । এ তো জানাই যায় যে, কে কে বাবার সার্ভিস করে । যখন শিববাবার হৃদয়ে স্থান পাবে তখনই রুদ্র মালার কাছাকাছি আসতে পারবে আর সিংহাসনের যোগ্য হবে । লৌকিক বাবার মনেও সুপুত্ররাই স্থান পায়, যারা লৌকিক বাবাকে সহায়তা করে । এও হলো বেহদের বাবার অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ধান্দা । তাই এই কাজে যারা সাহায্য করে তাদের উপর বাবা খুশী থাকেন । এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করতে এবং ধারণ করাতে হবে । কেউ কেউ মনে করে আমরা ইনসিওর করেছি । তার পরিবর্তে তোমরা তো পেয়েই যাবে । এখানে তো অনেককে দান করতে হবে, বাবার সমান অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দানে লোক হিতৈষী হতে হবে । বাবা আসেনই জ্ঞান রত্নে ঝুলি ভরপুর করতে, এ অর্থের কোনো কথা নয় । বাবার সুপুত্র সন্তানই পছন্দ হয় । ব্যবসা করতে না জানলে তাদের মুরলীধর, সওদাগরের সন্তান কিভাবে বলবে ? লজ্জাও থাকা উচিত যে, আমি তো কোনো কাজ করি না । সেলসম্যান যখন হুঁশিয়ার মনে করা হয় তখন তাকে ভাগীদার

বানানো হয় । এমনভাবে থোড়াই ভাগ পাওয়া যায় । এই কাজে লেগে গেলে বুদ্ধি খুবই নির্মাণ হয়ে যায় । সার্ভিস করতে করতে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যায় । বাবা - মাম্মা নিজেদের অনুভব শোনান । বাবা তো শেখান, এ তো তোমরা জানো যে, এই বাবা খুব সুন্দর ধারণা করে সুন্দর মুরলী শোনান । আচ্ছা, মনে করো, এনার মধ্যে শিববাবা আছেন, তিনি তো মুরলীধরই, কিন্তু এই বাবাও তো জানেন । না হলে এমন পদ কিভাবে পেতেন ? বাবা বুঝিয়েছেন যে, সবসময় মনে করবে শিববাবা শোনাচ্ছেন । শিববাবার স্মরণ থাকলে তোমাদেরও কল্যাণ হয়ে যাবে । এনার মধ্যে তো শিববাবা আসেন । মাম্মা তাঁর ব্যক্তিত্বে আলাদা বলেন । তাঁর নাম উজ্জ্বল করতে হবে কেননা মেয়েদেরকে উপরে রাখতে হয় । বলা হয় না - সে যেমন তেমনই হোক, আমার, আমাকেই সামলাতে হবে । পুরুষরাই এমন বলেন । স্ত্রী এমন বলে না, যেমন তেমন হোক ---। বাবাও বলেন, বাচ্চারা, তোমরা যে যেমনই হও, তোমরা হলে আমার, তোমাদেরকে আমাকেও তো দেখতে হবে। নাম তো বাবারই খ্যাত হয়, তারপর শক্তিদের নাম উজ্জ্বল হয় । তাদেরই সেবার ভালো সুযোগ মেলে । দিনে দিনে সেবা অনেক সহজ হয়ে যাবে । জ্ঞান আর ভক্তি হলো দিন আর রাত, সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো দিন, সেখানে সুখ থাকে, দ্বাপর আর কলিযুগ হলো রাত, সেখানে দুঃখ । সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । এ কতো সহজ । ভাগ্যে না থাকলে কিন্তু ধারণা করতে পারে না । পয়েন্টস তো খুবই সহজ পাওয়া যায় । মিত্র - সম্বন্ধীদের কাছে গিয়ে বোঝাও, নিজের ঘরকে তুলে ধরো । তোমরা তো গৃহস্থ জীবনে থাকো তাই খুব সহজ রীতিতেই কাউকে বোঝাতে পারো । সদ্গতিদাতা তো এক এই পারলৌকিক বাবাই । তিনি শিক্ষকও আবার সদ্গুরুও । বাকি দ্বাপর থেকে শুরু করে সবাই দুর্গতি করতেই এসেছেন । ভ্রষ্টাচারী পাপ আত্মারা এই কলিযুগে আছেন । সত্যযুগে পাপ আত্মার নাম থাকে না, এখানেই অজামিল, গণিকা, অহল্যা সমস্ত পাপ আত্মারা আছে । অর্ধকল্পকে স্বর্গ বলা হয় । ভক্তি যখন শুরু হয় তখনই মানুষের নীচে নামা শুরু হয়ে যায় । আর এই নামতে তো অবশ্যই হবে । সূর্যবংশীরা নামতে নামতে চন্দ্রবংশী হয় । তারপরও নামতে থাকে । দ্বাপর থেকে যাদের পেয়েছ, তারা নীচের দিকেই নামায় । এও তোমরা এখনই জানো । দিনে দিনে তোমাদের মধ্যে শক্তি আসতে থাকবে । সাধু সন্তদের বোঝানোর জন্যও যুক্তি বের করতে থাকে । অবশেষে অবশ্যই বুঝবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারে ? বোঝানোর জন্য অনেক পয়েন্টস আছে । ভক্তি প্রথমে অব্যাভিচারী তারপর ব্যভিচারী হয় । কলাও কম হয়ে যায় । এখন আর কোনো কলা নেই । ঝাড় এবং গোলায়ও দেখানো হয়েছে যে কলা কিভাবে কম হয় । এই বোঝানো হলো খুবই সহজ, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বোঝাতে পারবে না । দেহী - অভিমানীও হয় না । পুরানো দেহতে আটকে থাকে । বাবা বলেন যে - এই পুরানো দেহ থেকে মমত্ব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । দেহী - অভিমানী না হলে উঁচু পদও পেতে পারবে না । স্টুডেন্ট এমন থোড়াই চাইবে যে লাস্টে বসে থাকি । মিত্র - সম্বন্ধী, টিচার, স্টুডেন্ট আদি সবাই বুঝে যাবে যে, এর পড়াতে মন নেই । এখানেও বুঝতে পারে যে শ্রীমতে না চললে তখন এমন অবস্থা হবে । কে প্রজা হবে, কে দাস - দাসী সবই বুঝে যায় । বাবা বোঝান যে, তোমরা তোমাদের মিত্র - সম্বন্ধীদের কল্যাণ করো । এই হলো নিয়ম । ঘরে যদি বড় ভাই থাকে তাহলে তার দায়িত্ব হলো ছোটো ভাইকে সাহায্য করা -- একেই বলা হয় চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম । বাবা বলেন যে, অর্থ দান করলে সেই অর্থ কখনোই কমে না -- অর্থ দান না করলে কিছুই পাবে না, পদও পেতে পারবে না । এখানে খুব ভালো সুযোগ মেলে । তোমাদের দয়ালু হতে হবে । তোমরা সন্ন্যাসী আর সাধুদের প্রতিও দয়ালু হও । তোমরা বলো যে, তোমরা সবাই এসে বোঝো । তোমরা তোমাদের পারলৌকিক বাবাকে জানো না, যে বাবা তোমাদের প্রতি কল্পে সদা সুখের আশীর্বাদী বর্সা দেন । এ কথা কেউই জানে না । তারা বলে অফিসার্সও ভ্রষ্টাচারী তাহলে শ্রেষ্ঠাচারী কে বানাবে ?

আজকাল তো সাধুদের সমাজে অনেক সম্মান । তোমরা যদি লেখো যে, বাবা এদের উপরও দয়া করেন তাহলে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে । ভবিষ্যতে তোমাদের খুব নাম হবে । তোমাদের কাছে অনেকেই আসতে থাকবে । প্রদর্শনীও হতে থাকবে । অবশেষে কেউ তো অবশ্যই যাবে । সন্ন্যাসীরাও যাবেন । কোথায় আর যাবেন, একটাই তো দোকান । এরপর অনেক উন্নতি হতে থাকবে । খুব ভালো ভালো ছবি তৈরী করা হবে বোঝানোর জন্য, যে ছবি দেখে যে কেউ এসে বুঝতে পারে । যখন মৌচাকে আগুন লাগবে তখন মানুষ যাবে কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে । বাচ্চাদের জন্যও এমনই । পিছনের দিকে কতো দৌড়াতে পারবে । রেসেও কেউ কেউ প্রথমে আস্তে আস্তে দৌড়ায় । জয়ের পুরস্কার তো অল্প জনেই পায় । এও তেমন তোমাদের ঘোড়দৌড় । রুহানী যাত্রার এই দৌড়ের জন্যও জ্ঞানী আত্মার প্রয়োজন । বাবাকে স্মরণ করো, এও তো জ্ঞানই, তাই না । এই জ্ঞান আর কারোরই নেই । এই জ্ঞানেই মানুষ হীরেতুল্য হয় । অজ্ঞানের কারণে মানুষ কড়ি তুল্য হয়ে যায় । বাবা এসে আমাদের সতোপ্রধান প্রালব্ধ করে দেন । এরপর তা অল্প অল্প করে কমতে থাকে । এইসব পয়েন্ট ধারণ করে অভিনয়ে আসতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের মহাদানী হতে হবে । ভারতকে মহাদানী বলা হয় কেননা এখানেই বাবার সামনে সবাই তন –মন – ধন অর্পণ করো । বাবাও তখন সবকিছুই অর্পণ করে দেন । ভারতে অনেকেই মহাদানী আছেন । বাকি মানুষ সবাই অন্ধশ্রদ্ধায় আটকে থাকেন । এখানে তো তোমরা ঈশ্বরের শরণাগতিতে এসেছো । রাবণের কাছে দুঃখ পেয়ে রামের স্মরণ নিয়েছো । তোমরা সকলেই শোক বাটিকাতে ছিলে । এখন আবার অশোক বাটিকাতে অর্থাৎ স্বর্গে যেতে হবে । তোমরা স্বর্গ স্থাপনাকারী বাবার শরণ নিয়েছো । কেউ তো ছোটো অবস্থাতেই এখানে জোর করে এসে গেছে, তাই তাদের এখানে শরণাগতিতে সুখ আসে না । তাদের ভাগ্যেনেই তাই তাদের মায়া রাবণের শরণ চাই । ঈশ্বরের শরণাগতি থেকে দূর হয়ে তারা মায়ার শরণে যেতে চায় । এ তো আশ্চর্যের কথা ।

এই শিবায় নমঃ গান খুব ভালো । তোমরা এই গান শুনতে পারো । মানুষ তো এর অর্থ বুঝতে পারে না । তোমরা বলবে, আমরা শ্রীমতের উপর এর যথার্থ অর্থ বোঝাতে পারি । ওরা তো পুতুল খেলা করে । ড্রামা অনুসারে এই গানেও সাহায্য পাওয়া যায় । বাবার হয়ে সেবাপরায়ণ যদি না হও তাহলে হৃদয়ে কিভাবে বিরাজ করবে । কোনো কোনো বাচ্চা কুপুত্র হয়ে কতোই না দুঃখ দেয় । এখানে তো মায়ের মৃত্যুতেই জ্ঞান রূপী হালুয়া খায়, স্ত্রীর মৃত্যুতেও সেই হালুয়া খায়, কান্নাকাটি বা মারপিট করে না । এই নাটকে দৃঢ় নিশ্চিত থাকতে হবে । মাম্মা – বাবাও যাবে আবার অনন্য বাচ্চারাও অ্যাডভান্সে যাবে । এই অভিনয় তো করতেই হবে । এতে দুশ্চিন্তার কি কথা ? সাক্ষী হয়ে আমরা এই খেলা দেখি । তোমাদের অবস্থা সদা হর্ষিত থাকা চাই । বাবারও খেয়াল আসে, নিয়ম বলে অবশ্যই আসবে । এমন নয় যে মাম্মা – বাবা পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন । এই পরিপূর্ণ অবস্থা অন্তিমে হবে । এই সময় কেউই নিজেদের পরিপূর্ণ বলতে পারবে না । এই লোকসান হলো, খিটমিট হলো, কাগজে বি.কে দের নামে হাহাকার হলো, এ সবই আগের কল্পে হয়েছিলো । চিন্তার কি দরকার, ১০০ পার্সেন্ট অবস্থা অন্তিম সময়ে হবে । বাবার হৃদয়ে তখনই স্থান পাবে যখন তোমরা দয়ালু হবে, অন্যদেরও নিজের সমান বানাবে । ইনসিওর করলে, সে কথা আলাদা । সে তো নিজেদের জন্যই করে । এ তো জ্ঞান রত্নের দান অন্যদের দিতে হবে । বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ না করলে বিকর্মের যে বোঝা মাথার উপর আছে তা সম্পূর্ণ খুলে যাবে । প্রদর্শনীতেও বোঝানোর জন্য যোগ্য মানুষ চাই । তোমাদের

হুঁশিয়ার হতে হবে । রাতে স্মরণ করলে মজা আসে । এই রুহানী সাজনকে আবার প্রভাতে স্মরণ করতে হবে । বাবা তুমি কতো মিষ্টি, তুমি আমাকে কি থেকে কি করে তুলছো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মনে সর্বদা স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে । সত্য বলতে হবে, সত্য হয়ে চলতে হবে । দেহ - বোধের বশে এসে নিজেকে অতি চালাক মনে করবে না । অহংকার আনবে না ।

২) সাক্ষী হয়ে এই খেলা দেখতে হবে । এই ড্রামাতে দৃঢ় নিশ্চিত থাকতে হবে । কোনো বিষয়ে চিন্তা করবে না । অবস্থা সর্বদা হর্ষিত রাখতে হবে ।

বরদান :-- প্রতিজ্ঞার(বায়দা) স্মৃতির দ্বারা লাভ(ফায়দা) উঠিয়ে নিয়ে বাবার আশীর্বাদের পাত্র ভব

যে প্রতিজ্ঞাই মনে, বচনে বা লিখে করো, তা যদি স্মৃতিতে রাখো তাহলে সেই প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ লাভ নিতে পারবে । নিজেকে চেক করো, কতবার প্রতিজ্ঞা করেছো আর কতবার তার পালন করেছো । প্রতিজ্ঞা আর লাভ - এই দুইয়ের ব্যালেন্স থাকলে বরদাতা বাবার আশীর্বাদ মিলতে থাকবে । সঙ্কল্প যেমন শ্রেষ্ঠ করো তেমনি কর্মও যদি শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে সফলতা মূর্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :-- নিজেকে এমন দিব্য আয়না বানাও যেখানে শুধু বাবাকেই দেখা যায়, তখনই বলা হবে প্রকৃত সেবা ।